HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক - ০১

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে **Psychology**। গ্রিক শব্দ **Psyche** এবং **Logos** থেকে **Psychology** শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। **Psyche** শব্দের অর্থ আত্মা এবং **Logos** শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। তাই আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞানকে আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয় বস্তু। আত্মাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না বা অনুভব করাও যায় না। তাই পরবর্তীতে আত্মাকে বাদ দিয়ে মনকে করা হয় মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়। তখন মনোবিজ্ঞানকে মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হত ।

মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান—এ ধারণাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানিগণও ধীরে ধীরে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে মনোবিজ্ঞান থেকে মন সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানোর মূলে উইলহেম উন্ড (**Wilhelm Wundt**) এবং উইলিয়াম জেমস (**William James**) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭৫ সালে উইলহেম উন্ড লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উইলিয়াম জেমস হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্রভাবে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন (ক্রাইডার ও সহযোগিগণ, ১৯৯৩)। এ পরীক্ষাগার দুটি একদিকে আকারে ছোট ছিল এবং অপরদিকে পরীক্ষণ পরিচালনার জন্য অনুপযুক্ত ছিল। তাই সেখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়নি। বলতে গেলে ১৮৭৯ সালে জার্মানির লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলহেম উন্ড (Wilhelm Wundt) মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ পরিচালনার উপযুক্ত একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন । এই গবেষণাগারটিই মনোবিজ্ঞানের প্রথম গবেষণাগার হিসেবে স্বীকৃত। এজন্য ইতিহাসবিদগণ ১৮৭৯ সালকে মনোবিজ্ঞানের 'জন্মদিন' বলে চিহ্নিত করেছেন (Wayne Weiten, ১৯৮৯)। তাই উন্ডকে পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানকে উন্ড চেতনার বিজ্ঞান হিসেবে এবং জেমস মানসিক কার্যকলাপের বিজ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন । বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন বি. ওয়াটসন (**John B. Watson,** ১৯১৩) মনোবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি ওয়াল্টার পিল বারী (**Walter Pillsbury,** ১৯১৩)-র সংজ্ঞাটি অনুমোদন করে বলেন, "মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান" ।

নিম্নে মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

মর্গান, কিং, ওয়াইজ এবং স্কোপলার (**Clifford T. Morgan & Richard A. King, John R. Weisz and John Schopler**)-এর মতে, "মনোবিজ্ঞান হল মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; এবং এটি মানুষের সমস্যায় এ বিজ্ঞানের প্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

(Psychology is the science of human and animal behavior; it includes the application of this science to human problems. : Introduction to Psychology; Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.; 1993; P. 4.)

ক্রাইডার, গোথাস, কেভানহ্ ও সলোমন (**A. B. Crider, G. R. Goethals, R. D. Kavanaugh & P. R. Solomon**)-এর মতে, " মনোবিজ্ঞানকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।"

(Psychology can be defined as the scientific study of behavior and mental processes. Psychology; Scott, Foresman and Company; 1993; P. 4.)

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে আমরা মনোবিজ্ঞানের আধুনিক এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করতে পারি যে, মনোবিজ্ঞান হল এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুধ্যান করে । মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যথা—

১. আচরণ (Behavior)
২. মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process)
৩. মানুষ ও প্রাণী (Human beings and Animals)
৪. বিজ্ঞান (Science)

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

১. আচরণ : উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করা জীবের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক রূপই হল আচরণ। কোন বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয়, ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। এক কথায়, প্রাণী যা কিছু করে তাই হল আচরণ। আচরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং গবেষণাগারে তা পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি পত্রিকায় চল্লিশ লক্ষ টাকার লটারীর ফলাফলে দেখতে পেল যে, সে-ই প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছে। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিল, সে চল্লিশ লক্ষ টাকার প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছে। সে খুব আনন্দিত হয়েছে এবং তার আচরণে সেটি প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ টাকা প্রাপ্তির সংবাদে তার শরীরাভ্যন্তরে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটেছে (যেমন রক্তচাপ বেড়ে গেছে ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র অধিক সক্রিয় হয়েছে); আবার বাহির থেকে তার মুখের অবয়ব, কথাবার্তা, চাল-চলনেও আনন্দের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়ার এই সামগ্রিক রূপকেই আচরণ বলা হয়। কেন ও কি প্রক্রিয়ায় আচরণ ঘটে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করাই মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

২. মানসিক প্রক্রিয়া : মানসিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় আবেগ, চিন্তন, স্বপ্ন, স্মৃতি, প্রেষণা, প্রত্যক্ষণ, বিশ্বাস ইত্যাদি। মানসিক কার্যকলাপ সরাসরি বাইর থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। উপরে উল্লিখিত লটারীর মাধ্যমে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির উদাহরণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রাথমিক আনন্দ প্রশমিত হবার পর ঐ ব্যক্তি চিন্তা করছে সে চল্লিশ লক্ষ টাকা কিভাবে ব্যয় করবে। সে চিন্তা করছে- গ্রামের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরির জন্য সে লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা ব্যয় করবে। এ ধরনের চিন্তার সাথে সাথে সে কল্পনার জগতে চলে গেল- একটি সুন্দর আধুনিক হাসপাতাল তার মানসপটে ভেসে উঠল, দেশী-বিদেশী ডাক্তার সেখানে চিকিৎসা করছে, গ্রামের সাধারণ লোকজন সেখানে চিকিৎসা পাচ্ছে, সে সবার খোঁজ-খবর নিচ্ছে, সবকিছু তদারকি করছে। হঠাৎ মায়ের ডাকে বাহ্যিক জগতে ফিরে এলো। এই যে কল্পনার জগতে বিচরণ- এটিই হল মানসিক কার্যকলাপ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এ সব প্রক্রিয়া অনুধ্যান করার জন্য মনোবিজ্ঞানিগণ বর্তমানকালে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। মানসিক প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

৩. মানুষ ও প্রাণী : মনোবিজ্ঞান মূলত মানুষের আচরণ ও মানসিক কার্যকলাপ নিয়ে অনুধ্যান করে। যে সকল ক্ষেত্রে মানুষের উপর পরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না, সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সে সকল ক্ষেত্রে নিম্নতর প্রাণীর উপর পরীক্ষণ পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে জন্য মানুষ ও প্রাণী উভয়ের আচরণই মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মনোবিজ্ঞানে বেশিরভাগ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয় মানুষের উপর। তবে অনেকেই নিমতর প্রাণী নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন, ই. এল. থর্নডাইক ইঁদুর, বি. এফ. স্কীনার ইঁদুর ও কবুতর, আইভান প্যাভলভ কুকুর এবং কোলার শিম্পাঞ্জী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

৪. বিজ্ঞান : বিজ্ঞান হল সেই বিশেষ জ্ঞান যা সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লাভ করা যায়। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আচরণের অনুধ্যান যেন বিজ্ঞানসম্মত হয় তা নিশ্চিত রাখতে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের নীতিমালা মেনে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া অনুধ্যান করে। আচরণের আলোচনা, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের শর্তসমূহ পালন করা হয়। এ জন্য মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়।

টপিক- MCQ

?

সিলেট বোর্ড

ক

খ

✓ সাধারণীকরণ

ঘ

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক - ০২

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের পরিধি

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ ও প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনাই হল মনোবিজ্ঞান । তাই মনোবিজ্ঞানের পরিধি হল—

ক. আচরণ

খ. মানসিক প্রক্রিয়া ও

গ. জৈব-সামাজিক প্রক্রিয়া ।

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

ক. আচরণ (Behavior) : সাধারণ অর্থে আচরণ হল উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, যা বহুলাংশে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বাহ্যিক বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয় এবং প্রাণী তার প্রতি বাহ্যিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সাড়া দেয়। এই সাড়া দেয়াকে প্রতিক্রিয়া বলে। আর এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ ।

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগিগণ (Crider et. al.) বলেন, "আচরণ হল যে কোন কার্যকলাপ যা পর্যবেক্ষণ করা যায়, লিপিবদ্ধ করা যায় এবং পরিমাপ করা যায়। জীবন্ত প্রাণীরা বা জীব-জন্তুরা যা কিছু করে সবই এতে অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ মুক্তাঙ্গনে তাদের সকল গতিবিধিই আচরণের মধ্যে পড়ে । "

measured. This includes, first, what (Behavior is any activity that can be observed, recorded, and living beings or organisms dofthat is, their movements in space. : Psychology; Scott, Foresman and Company; 1993; P. 5.)

আচরণকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

সামগ্রিক আচরণ ও খণ্ডিত আচরণ (Molar and molecular behavior) : আচরণকে আমরা সামগ্রিকভাবে দেখে থাকি আবার খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্নভাবেও দেখে থাকি। সামগ্রিক আচরণের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ আচরণকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে ধরা হয়। আর খণ্ডিত বা আণবিক আচরণের ক্ষেত্রে আচরণকে খণ্ড খণ্ড বা সূক্ষ্ম উপাদানে বিশ্লেষণ করা হয়। কোন রাজনীতিবিদের জনসভার ভাষণকে সামগ্রিক আচরণ এবং তার মুখের পেশী সঞ্চালন, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা প্রভৃতিকে খণ্ডিত বা আণবিক আচরণ বলা যায়।

ঐচ্ছিক আচরণ ও অনৈচ্ছিক আচরণ (Voluntary and Involuntary behavior) : যে সব আচরণ ব্যক্তি সচেতনভাবে করে অর্থাৎ যে সকল আচরণ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সেগুলোকে ঐচ্ছিক আচরণ বলে। যেমন–কথা বলা, হাঁটা, খাবার খাওয়া ইত্যাদি। আবার কতগুলো আচরণ আছে যেগুলো ব্যক্তির ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেসব আচরণকে অনৈচ্ছিক আচরণ বলে। যেমন–হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, আগুনে হাত লাগামাত্র হাত সরিয়ে নেয়া প্রভৃতি।

বাহ্যিক আচরণ ও অভ্যন্তরীণ আচরণ (Overt and Covert behavior) : বাইরে থেকে যে সকল আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায়, যেমন–কথা বলা, চলা-ফেরা, হাসা, গান গাওয়া প্রভৃতি বাহ্যিক আচরণ। আবার যে সকল আচরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না সেগুলোকে অভ্যন্তরীণ আচরণ বলে। যেমন–শারীরিক ব্যথা, মাথাধরা, চিন্তা করা, কবিতার ভাবনা প্রভৃতি। এছাড়া আবেগ, প্রেষণা, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহকেও সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এগুলো অভ্যন্তরীণ আচরণের উদাহরণ।

শুধু মানুষের নয় প্রাণীদের আচরণও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ইঁদুর, বিড়াল, কবুতর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি নিম্নতর প্রাণীর উপর গবেষণা করে শিক্ষণ সম্পর্কিত তত্ত্বের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া আচরণের জৈবিক ভিত্তি সংক্রান্ত জটিল যে গবেষণা তা মূলত নিম্নতর প্রাণীর উপরই করা হয়েছে।

খ. মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Processes) : মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মানসিক কার্যকলাপের প্রভাব অপরিসীম। মানসিক প্রক্রিয়া বলতে আবেগ, চিন্তন, স্বপ্ন, বিশ্বাস, প্রেষণা, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। চল্লিশ লক্ষ টাকার লটারীর পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার খবর মানস্ জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অভাব অনটন যেমন গরিবকে ভাবিয়ে তোলে, প্রাচুর্যের আতিশয্যও তেমনি ধনীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্লাসে প্রথম হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্র-ছাত্রীর চোখের ঘুম কেড়ে নেয়, আর নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বিজ্ঞানী সদা ব্যস্ত থাকেন তাঁর নিত্য নতুন আবিষ্কারের সাধনায়। এমনি করে নিরন্তর চলছে মানসিক প্রক্রিয়ার কার্যকলাপ। এ সবই মনোবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত বিষয়।

বাহ্যিক আচরণের কারণে মানসিক ক্রিয়াকলাপের উদ্ভব হতে পারে। আবার মানসিক কার্যকলাপও বিভিন্ন আচরণের কারণ হতে পারে। আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সব অভ্যন্তরীণ আচরণই মানসিক প্রক্রিয়া, কিন্তু সব মানসিক প্রক্রিয়া অভ্যন্তরীণ আচরণ নয়। দুর্বোধ্য অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, বিষণ্নতা, আবেগ ইত্যাদি যখন নির্জ্ঞান স্তরে কাজ করে তখন সেগুলো নির্দিষ্ট উদ্দীপকের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটে না। এদেরকে কেবল মানসিক প্রক্রিয়া আখ্যা দেয়াই যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা, আনন্দ, ভালবাসা, প্রেষণা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ আচরণ। এসব অভ্যন্তরীণ আচরণ ব্যক্তির অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন অন্যের প্রতি ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ আচরণ ব্যক্তির গতিবিধিকে প্রভাবিত করে। উভয় প্রকার আচরণের অনুধ্যানই মনোবিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

গ. জৈব-সামাজিক প্রক্রিয়া (Bio-Social processes) : মানুষ বা প্রাণী জৈবিক ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত। মনোবিজ্ঞানে জীবন্ত প্রাণীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রাণীর জৈবিক ঘটনাবলি যেমন, শারীরিক গঠন, জৈব-রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এমন কতগুলো গ্রন্থি আছে যেগুলো দেহের গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, দেহের সুস্থতা ও কার্যক্ষমতা এবং.আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থিগুলো দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে সহায়তা করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজ করে।

মানুষ সামাজিক জীব। বন্য প্রাণীরা যেমন আরণ্যক পরিবেশে বাস করে; মানুষও তেমনি মনুষ্য সমাজে বাস করে। একজন মানুষের আচরণ যেমন অন্য জনের আচরণকে প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যের আচরণ দ্বারাও সে প্রভাবিত হয়। মানুষ যে সমাজে বাস করে তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ সেই সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন সমাজের রীতিনীতি, কৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সে সমাজের মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। জৈবিক ঘটনাবলি মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণে যেমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি প্রভৃতির ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। তাই বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞানের পরিধিতে জৈব-সামাজিক প্রক্রিয়া (Bio-Social processes) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

ক্রাইডার এবং **তাঁর সাথীরা (১৯৯৩)** বলেছেন, "মনোবিজ্ঞানকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।"

মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হল মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং তাদের মানসিক প্রক্রিয়া। প্রাণী যা কিছু করে তাই হল তার আচরণ। আচরণ হল যে কোন কার্যকলাপ যা পর্যবেক্ষণ করা যায়, লিপিবদ্ধ করা যায় এবং পরিমাপ করা যায়

(ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগিগণ, ১৯৯৩)। আবার মানসিক প্রক্রিয়া বলতে স্মৃতি, প্রেষণা, আবেগ, চিন্তন, স্বপ্ন, প্রত্যক্ষণ, বিশ্বাস প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কাজেই আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া এ দুটো বিষয়কেই মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু বলে গণ্য করা হয়।

সকল শ্রেণির আচরণই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র হিসেবে আচরণ তথা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন প্রকারের হয়। সাধারণভাবে সকল প্রকার আচরণ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়াবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে সে সব আচরণ আলোচনা করা হল :

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

১. **শিক্ষণ :** শিক্ষণ মানুষকে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষণ সম্পর্কিত মতবাদ, শিক্ষণের শ্রেণিবিভাগ, কি কি নিয়ম অভ্যাস করলে শিক্ষণ সহজ হয় প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

২. **ব্যক্তিত্ব :** মনোবিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তির যাবতীয় আচরণের সামগ্রিক রূপই ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, এর উপাদান, শ্রেণিবিভাগ, বিকাশ, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

৩. **বুদ্ধি :** আচরণের মাধ্যমেই বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। বুদ্ধির পরিচায়ক আচরণসমূহ কি, বুদ্ধি কিভাবে আচরণকে প্রভাবিত করে, কিভাবে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়, বুদ্ধি অভীক্ষা ও তার উন্নতি প্রভৃতিও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **স্মৃতি-বিস্মৃতি :** কোন ঘটনা আমরা বহুদিন স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি, আবার অনেক ঘটনাই আমরা বিস্মৃত হই। স্মৃতি ও বিস্মৃতিজনিত আচরণ মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে।

৫. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের আধিক্য বা স্বল্পতার কারণে আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ এবং এদের সাথে আচরণের সম্পর্ক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

৬. **স্নায়ুতন্ত্র :** আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চইন্দ্রিয় স্নায়ুর সাহায্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত। মানুষের সামগ্রিক আচরণই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা। কোন ধরনের স্নায়ু কোন বিশেষ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, বা কোন্ গ্রন্থি কোন বিশেষ অংগের ওপর কাজ করে আচরণের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, সে সকল আলোচনাও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

৭. প্রত্যক্ষণ : সংবেদন কি করে আমাদের চেতনায় সাড়া জাগায়, কিভাবে প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়, প্রত্যক্ষণ সংগঠনের নীতিমালাইবাঁ কি, ভ্রান্ত ও অলীক প্রত্যক্ষণের পার্থক্য প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৮. আচরণের অস্বাভাবিকতা : অস্বাভাবিকতা কি এবং তা কিভাবে আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, অস্বাভাবিক আচরণের প্রকারভেদ, তার লক্ষণ ও কারণ এবং এর উপশমের ব্যবস্থা প্রভৃতিও মনোবিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত।

৯. সামাজিক পরিবেশ : মনোবিজ্ঞান যখন মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে তখন সেই আলোচনা মানুষের সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটেই সে আলোচনা করে থাকে। সামাজিক পরিবেশের সংগে ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ব্যক্তির সমাজীকরণ, তার মনোভাব, ব্যক্তিমন ও গোষ্ঠীমন, জনতার আচরণ, প্রচারণা প্রভৃতি সামাজিক আচরণ এবং তাদের সকল সামাজিক দিকও মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

১০. শিল্পক্ষেত্রে আচরণ : কলকারখানায় দক্ষ লোক নিয়োগ, শ্রমিক অসন্তোষের কারণ নিরূপণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের আচরণ অনুধ্যানেও মনোবিজ্ঞান এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১১. শিক্ষাক্ষেত্রে আচরণ : কোন্ পদ্ধতিতে সহজে এবং সার্থকভাবে শিক্ষাদান করা যায়, ছাত্র অসন্তোষের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার, ছাত্রদের মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রভৃতিও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১২. শিশু আচরণ : শিশুর বয়োবৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিবর্তনের সংগে সংগে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটে। শিশুর আচরণের বিভিন্ন দিক, শিশুর লালন-পালন, শিশুর আচরণে পিতামাতার ভূমিকা, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

১৩. উপদেশনা ও নির্দেশনা : মানসিক বিশৃংখলা, বৃত্তি নির্বাচন, শিল্প সংকট, বিফলতা, হতাশা প্বভৃতি ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানিগণ উপদেশনা ও নির্দেশনা দিয়ে এ সকল সমস্যা কাটিয়ে কিভাবে সুন্দর জীবনযাপন করা যায় তার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই উপদেশনা ও নির্দেশনাও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

১৪. প্রাণী আচরণ : মানুষের আচরণের মধ্যেই মনোবিজ্ঞানের অনুধ্যান এবং গবেষণা সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণীদের আচরণও মনোবিজ্ঞানের গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু। মনোবিজ্ঞানের অনেক তথ্যই প্রাণীদের ওপর গবেষণা করে পাওয়া গেছে। তাই প্রাণীদের আচরণও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে ।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তি আচরণের অন্তরালে বিরাজমান সকল সর্বজনীন নিয়মাবলি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও তার সাথে সম্পৃক্ত সব বিষয়ই মনোবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বলে?

সিলেট বোর্ড

ক

খ প্রমাণ

✓ সাধারণীকরণ

ঘ প্রয়োগশীলতা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক – ০৩

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানকে জানতে হলে, মনোবিজ্ঞানকে বুঝতে হলে মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন জানা দরকার। এজন্য মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি, মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ও মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ জানতে হবে ।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি

মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে মূলত দর্শন ও শারীরবিদ্যাকে কেন্দ্র করে। দর্শন ও শারীরবিদ্যা ছিল প্রাচীন কালের অনুধ্যানের ক্ষেত্র। দর্শন আবর্তিত হয়েছে সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল প্রমুখ মনীষীকে কেন্দ্র করে। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আত্মা, মন ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার সমাধানকে ঘিরে। দর্শন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা মনোবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণাকে নানাভাবে অগ্রগামী করেছে। মনোবিজ্ঞানিগণ দর্শনের এ সব জ্ঞান ও ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুধ্যান করে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন।

শারীরবিদ্যা দর্শনের মতই পুরাতন। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস সক্রেটিসের সমসাময়িক ছিলেন। হিপোক্রেটিস মেডিসিনের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি ও জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, মানব শরীরের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অঙ্গ হল মস্তিষ্ক এবং এটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে। দর্শন, শ্রবণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতিসহ সকল আচরণের জৈবিক ভিত্তির মূলে রয়েছে শারীরবিদ্যা। শারীরবিদ্যার গবেষণা ও অনুধ্যান মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয়বস্তুর আলোচনা ও গবেষণার উন্নয়নে সাহায্য করেছে।

অতএব মনোবিজ্ঞানের বিকাশে দর্শন ও শারীরবিদ্যার যৌথ প্রভাব রয়েছে। তাইতো আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের বেশির ভাগ মনোবিজ্ঞানীই ছিলেন দার্শনিক ও শারীরবিদ, যেমন, উইলহেম উন্ড ও উইলিয়াম জেমস্। সেজন্যই মনোবিজ্ঞানের আদি ভিত্তি নিহিত আছে দর্শন ও শারীরবিদ্যায়। তা থেকেই বর্তমানের মনোবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব (১৮৭৫ - ১৯০০)

১৮৭৫ সালে পৃথকভাবে মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধারণত উইলহেম উন্ড (Wilhelm Wundt) এবং উইলিয়াম জেমস (William James) কে কৃতিত্ব প্রদান করা হয় (ক্রাইডার এবং সহযোগিগণ, ১৯৮৪)। প্রায় ২৫ বছর পর, ১৯০০ সালে, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্য দুই দিকপাল স্বীয় কাজে ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁদের একজন রাশিয়ার শারীরবিদ আইভান পেট্রোভিচ্ প্যাভ্লভ্ (Ivan Petrovich Pavlov) যিনি শিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অনুধ্যান করেন, যা সাপেক্ষণ (Conditioning) নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরজন ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) যিনি তাঁর বিখ্যাত কর্ম "স্বপ্নের ব্যাখ্যা" (The Interpretation of Dreams) প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত এই ২৫ বছরের মধ্যে মনোবিজ্ঞান তার নিজস্ব ধারায় চলে আসে। এখানে আমরা মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা উন্ড ও জেমস-এর জীবনী ও কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ের শেষে আমরা প্যাভলভ ও ফ্রয়েড সম্পর্কে আলোচনা করব।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

উইলহেম উন্ড ১৮৩২ সালে পশ্চিম জার্মানির একটি ছোট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। যৌবনে তিনি মেডিসিন বিষয়ে পড়তে শুরু করেন। ডাক্তারি পেশার চেয়ে তিনি বিজ্ঞানী হওয়ার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি দর্শন ও শারীরবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করেন। তাঁর মূল আগ্রহ ছিল মূলত দর্শনের সে সকল বিষয় যা মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন (বিশেষত প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ এবং অনুভূতি) ব্যাখ্যা করে। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথম *Principles of Physiological Psychology* বইটি লেখেন। ১৮৭৫ সালে তিনি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং তার পরপরই তিনি মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন। অবশ্য এটি ছিল ছোট প্রকৃতির এবং এখানে তেমন কোন গবেষণা কর্ম হয়নি। **উন্ডই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেকে একজন মনোবিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তিনি ১৮৭৯** সালে প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন (John C. Ruch, ১৯৮৪; Buskist এবং Gerbing, ১৯৯০)। ইতিহাসবিদগণ এ জন্য ১৮৭৯ সালকে মনোবিজ্ঞানের জন্মদিন বলে চিহ্নিত করেছেন (Wayne Weiten, ১৯৮৯)। উন্ডকে পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব (১৮৭৫ - ১৯০০)

উন্ড মনোবিজ্ঞানকে মন ও মনের কাঠামোর অনুধ্যান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি খুব জনপ্রিয় লেকচারার ছিলেন। তিনি তাঁর বিষয়বস্তু খুব সহজে এবং সাবলীল ভাষায় শ্রোতাদের বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদের দারুণভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলেন (Watson, ১৯৬৩)। তিনি ১৮৮১ সালে একটি মনোবৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রতিষ্ঠা করেন, যা মনোবিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

আমেরিকায় মনোবিজ্ঞান বিকাশে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন উইলিয়াম জেমস। জেমস ১৮৪২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মেডিকেল-এ পড়াশোনা শেষ করে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৮৭৫ সালে তিনি মনোবিজ্ঞানের উপর প্রথম কোর্স গ্রহণ করেন এবং একই বছর একটি মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি তাঁর পদবী দর্শনের অধ্যাপক থেকে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক-এ পরিবর্তন করেন। পরবর্তী বছরে তিনি তাঁর দুই খণ্ডের বিখ্যাত টেকস্ট বই Principles of Psychology প্রকাশ করেন। উইলিয়াম জেমস হলেন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানের অগ্রদূত, যিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত ব্যক্তি এবং খুবই নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

উইলিয়াম জেমস

বলে?

সিলেট বোর্ড

ক

খ প্রমাণ

✓ সাধারণীকরণ

ঘ প্রয়োগশীলতা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক - ০৪

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত পোষণ করতেন। মতের ভিন্নতার কারণেই উদ্ভব ঘটেছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। একজন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি (Perspective) হল কতগুলো বিশ্বাস যা তার বক্তব্যকে মনোবিজ্ঞানের সকল বিষয়ে (issues) পরিচালিত করে; এটি আচরণ ও মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কি দেখতে হবে এবং কিভাবে তা নির্দেশ করে।

মনোবিজ্ঞানে যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি (Perspectives) রয়েছে তা হল :

(ক) জৈবমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

(ঙ) জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ব্যাপকভাবে, বলতে গেলে, দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কখনো কখনো একটি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা অন্যটি তৈরিতে সাহায্য করে। অতঃপর, পরবর্তী কোন সময়ে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আগ্রহ আবার অতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, একক ভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান বা সঠিক নয়। কোন সময় কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি অন্যগুলোর চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাদের সবগুলোরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে। তবে এভাবে চিন্তা করা ঠিক যে, আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার মত জটিল বিষয় অনুধ্যানে প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

জৈবমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

জৈবমনোবিজ্ঞান শারীরবিদ্যাকে, বিশেষত মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপকে মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করে। জৈবমনোবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হল প্রত্যেক আচরণ, অনুভূতি ও চিন্তনের বিপরীতে মস্তিষ্কে একটি শারীরিক ঘটনা বর্তমান। এই দুধরনের ঘটনার সম্পর্ক অনুভব বা ব্যাখ্যাই হল জৈবমনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

শিক্ষণের সময় মস্তিষ্কে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে? মানসিক অসুস্থতার সময় মস্তিষ্কে রাসায়নিক কি পরিবর্তন হয়? আক্রমণাত্মক কাজ করার সময় মস্তিষ্কে কি ঘটে? এগুলোই হল জৈবমনোবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা। তাঁরা জানতে চান মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কোন্ বিশেষ ধরনের আচরণের জন্য দায়ী।

স্মরণ করা যেতে পারে, হিপোক্রেটিসের আগ্রহ ছিল মস্তিষ্কের সাথে আচরণ ও চেতনার সম্পর্কে। এরপর ধর্মীয় মতবাদ ও অন্যান্য কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই ধারণা অবহেলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জৈবমনোবিজ্ঞানিগণ আবার জেগে উঠেন এবং মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিত্য নতুন আবিষ্কার হতে থাকে।

জৈবমনোবিজ্ঞানিগণ আজ মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। কোন্ ধরনের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের কোন্ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে সে সম্পর্কে আজ আমরা অনেকটা জানতে পেরেছি। ১৯৮১ সালে *রজার স্পেরী (Roger Sperry)* মস্তিষ্ক সম্পর্কিত কাজ (Split brain)-এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গবেষণার মূল বক্তব্য ছিল মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধ ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

আমাদের আচরণ খুবই জটিল। এই জটিল আচরণের সাথে প্রায় ১২ বিলিয়ন কোষ সম্বলিত মস্তিষ্কের সম্পর্ক নির্ণয় করা বেশ কঠিন কাজ। তথাপি, আচরণকে বুঝতে এবং মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে জৈবমনোবিজ্ঞানিগণ দৃঢ় প্রত্যয়ী।

মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মানব আচরণ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অবচেতন শক্তির, বা মনোগতির (unconscious forces বা psychodynamics) ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় এবং অন্যান্য মতবাদের সমন্বয়ে মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলেও, এটি প্রকৃতপক্ষে গড়ে উঠেছে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুসারী, নব্য-ফ্রয়োডীয়দের কাজের মাধ্যমে। ফ্রয়েড-এর কাজ মনঃসমীক্ষণ মতবাদ (Psychnalytic Theory) নামে পরিচিত (Freud, ১৯৪০)। মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) শব্দটি তিনি. মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ এবং তাঁর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছেন।

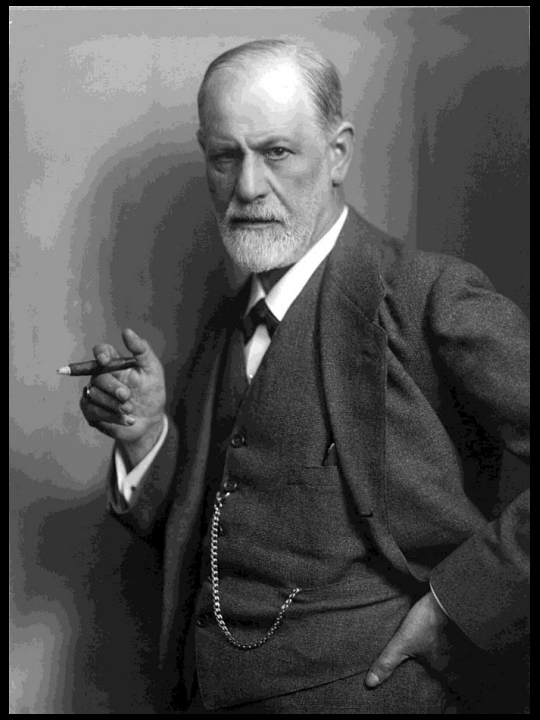

মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মূল ধারণা হল, মানুষ কতগুলো অবচেতন জৈবিক তাড়না নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা সবসময় প্রকাশ পেতে সচেষ্ট থাকে। ছোট্ট শিশুদের মধ্যে কিছু তাড়না আছে যা তাদের সামাজিক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে আচরণগুলো যথাযথ তা ভাঙতে তাড়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, টয়লেট ট্রেনিংয়ের সময় ছোট্ট শিশুরা মল-মূত্র মাখামাখি করে আনন্দ পায় অথবা বালকেরা খেলার সাথীদের আঘাত করে আনন্দ পায়। পিতা-মাতা সাধারণত এসব আচরণে বাধা দেয় এবং শাস্তি প্রদান করে। এই অনুশাসনের ফলে অনেক সহজাত তাড়না অবদমিত হয়, অর্থাৎ সজ্ঞান স্তর থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া হয়।

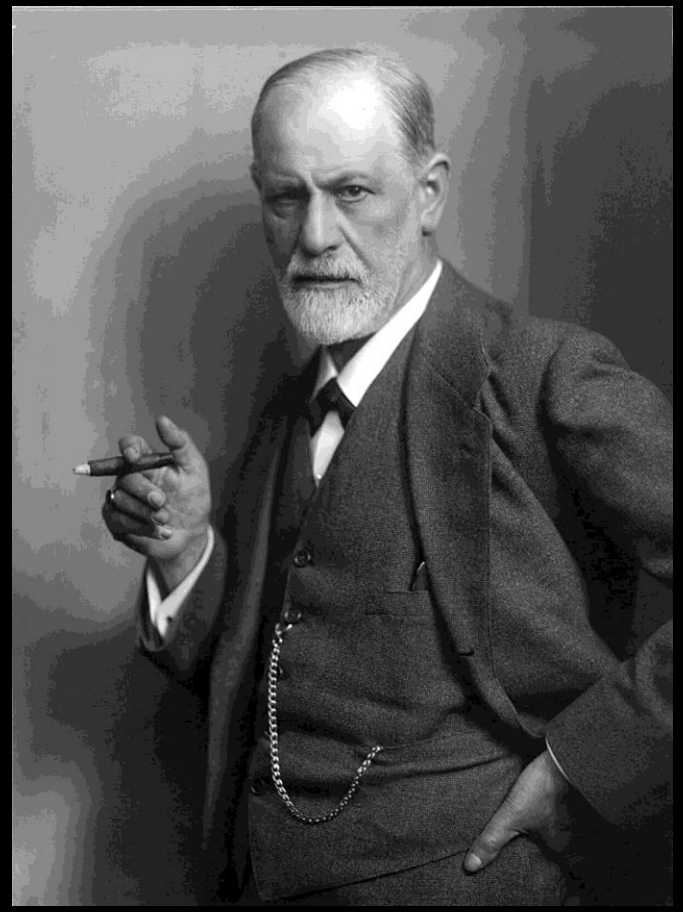

মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল, অবদমিত তাড়নাগুলো সবসময় প্রকাশ পেতে বা পরিতৃপ্ত হতে চায়। যে পর্যন্ত না তারা আচরণে প্রকাশ হতে পারছে, অথবা, চেতনাতে প্রবেশ করতে পারছে, তারা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রয়েড লক্ষ্য করেছিলেন যে, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন তাড়না এক ধরনের গ্রহণযোগ্য, এমনকি উচ্চ প্রশংসিত আচরণের রূপ গ্রহণ করে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এ ধরনের তাড়নার কারণেই সভ্যতার সর্বোচ্চ অর্জন যেমন চিত্রকর্ম, গান-বাজনা এবং স্থাপত্যকর্ম প্রভৃতির অনুপ্রেরণা জন্ম লাভ করে (Freud, ১৯৩০)। যেমন কোন ছাত্র পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করে ফুটবল খেলায় মনোযোগী হল এবং এক সময় স্বনামধন্য খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পেল। একইভাবে স্বপ্ন, কথা ফসকে বের হওয়া, বা স্মৃতি অবদমিত তাড়নার পরোক্ষ প্রকাশ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন তাড়না প্রায়শ স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যাকে পছন্দ হয় না বা যাকে ভয় করে তার সাথে সাক্ষাতের কথা ভুলে যাবার মাধ্যমে শত্রুতার অনুভূতি প্রকাশ পেতে পারে।

ফ্রয়েড-এর আগ্রহ ছিল মূলত মানসিক রোগের বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে। তিনি মানসিক রোগের চিকিৎসায় মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছিল রোগীকে তার নিজের অবচেতন গতীয় অবস্থা (Unconscious dynamics) সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা। এভাবে রোগীরা নিজেরা নিজেদের ভালভাবে অনুভব করতে এবং স্বাধীনভাবে বাস্তবের সাথে উপযোগী আচরণ করতে সক্ষম হত।

মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ১৮৫৬ সালে বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়ার ফ্রিবার্গ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাল্যকালে তার পরিবার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ফ্রয়েড ব্যতিক্রমধর্মী বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে তিনি স্নায়ুবিজ্ঞান (Neurology) নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

ফ্রয়েড মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মুক্ত অনুষংগ (Free association) পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মুক্ত অনুষংগ ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি রোগের সাথে সম্পর্কিত রোগীর ভুলে যাওয়া এবং অপ্রকাশিত আবেগময় অভিজ্ঞতাগুলো উদঘাটন করতে শুরু করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অনেক রোগীর জটিল সমস্যার মূলে রয়েছে যৌনতা।

১৯০০ সালে ফ্রয়েড তাঁর মূল কাজের ফসল The Interpretation of Dreams প্রকাশ করেন। এই বইতে আমরা মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কিত ফ্রয়েডের মতবাদের মূল ভিত্তি দেখতে পাই যা অবশেষে ২৩ খণ্ডে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ফ্রয়েডের মতবাদ তৎকালীন সময়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। তাঁর অনুসারীদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁরা যৌনতার (Sex) পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সামাজিক প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁরা নব্য ফ্রয়েডীয় (Neo-Freudian) নামে পরিচিত। নব্য-ফ্রয়েডীয় হিসেবে এরিখ ফ্রম, কারেন হর্নি, সুলিভান, এনা ফ্রয়েড-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনঃসমীক্ষণ মতবাদের অসামান্য প্রভাব শুধু মনোবিজ্ঞানের উপরেই পড়েনি, মেডিসিন, সাহিত্য এবং দর্শন-এর উপরও এর প্রভাব অপরিসীম।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটেছে অনেকটা উড-এর অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে যেয়ে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানিগণ অনুভব করলেন যে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে চেতনাকে অনুধ্যান করা খুবই অবৈজ্ঞানিক। তাঁদের মূল কথা হল, মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হতে হলে এটিকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ যোগ্য বিষয় নিয়ে অনুধ্যান করতে হবে, যেমন আচরণ। এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীদের মতে মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা আচরণগত প্রতিক্রিয়া এবং পরিবেশের উদ্দীপক দ্বারা প্রতিক্রিয়া যেভাবে প্রভাবিত হয় তা অনুধ্যান করেন।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে আইভান পেট্রোভিচ্ প্যাভ্লভ্ (Ivan Petrovitch Pavlov) যে কাজ শুরু করেছিলেন তার মধ্যে আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির মূল নিহিত রয়েছে। প্যাভলভ ১৮৪৯ সালে রাশিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছাত্র যিনি প্রাণী শারীরবিদ্যায় (Animal physiology) পড়াশোনা করেন এবং তারপর মেডিকেল স্কুলে যোগদান করেন। প্যাভলভ, তাঁর সময়ে, রাশিয়ার সবচেয়ে সফল শারীরবিদ ছিলেন এবং হজম ক্রিয়া (Digestion) অনুধ্যানে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন। তাঁর এ কাজের জন্য তিনি ১৯০৪ সালে মেডিসিন এবং শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

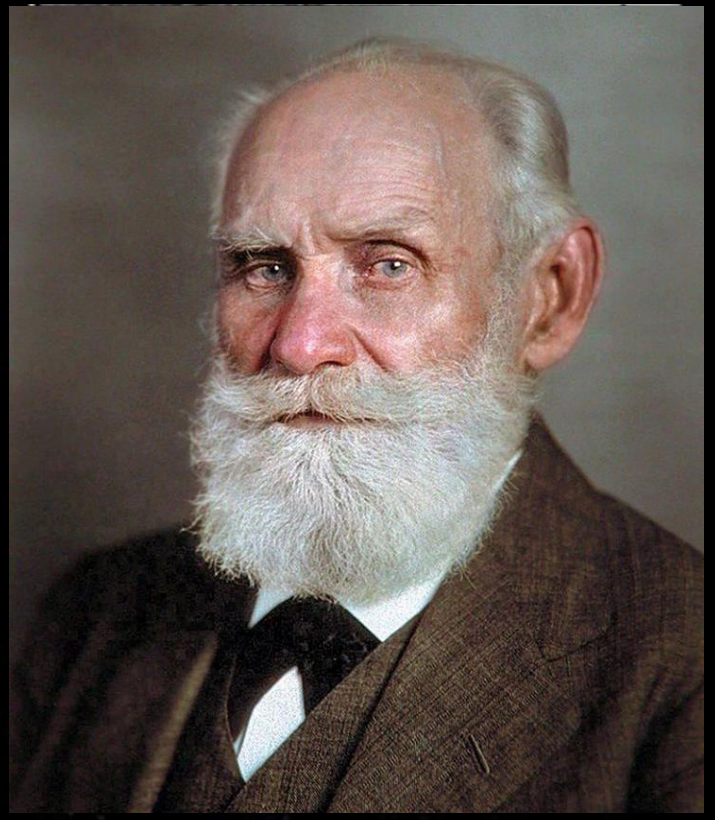

আইভান প্যাভ্লভ্

প্যাভলভ মূলত একজন শারীরবিদ—মনোবিজ্ঞানী নন। তাঁর আবিষ্কার মনোবিজ্ঞানে ব্যবহার হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান ছিল "সম্পূর্ণ অসহায়" (completely helpless) এবং তিনি বলেন যে, অনুসংগ এবং সাপেক্ষণ হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়। প্যাভলভ সাপেক্ষণের যে সূত্র আবিষ্কার করেন তা হল— পূর্বে যে প্রতিক্রিয়া একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হত, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাথে অন্য একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক জুড়ে দেওয়ার ফলে নিরপেক্ষ উদ্দীপকটিও উক্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সক্ষম হয়।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এডওয়ার্ড এল. থর্নডাইক (Edward L. Thorndike)-এর কর্মকাণ্ড। থর্নডাইক হলেন উইলিয়াম জেমস-এর উজ্জ্বলতম ছাত্রদের একজন। তিনি ১৮৯৮ সালে ২৪ বছর বয়সে শিক্ষণ সম্পর্কিত বিড়াল নিয়ে পরীক্ষণলব্ধ তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। থর্নডাইক দেখতে পান যে, বিড়ালের যে সকল আচরণকে খাদ্য প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়, একই ধরনের পরিবেশে বিড়ালের ঐ সব আচরণ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। যে সকল আচরণকে পুরস্কৃত করা হয় না তা পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা কমে আসে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি ফল লাভের সূত্র (Law of effect) প্রণয়ন করেন। শিক্ষণ সম্পর্কিত থর্নডাইকের কর্ম প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল (Hilgard, ১৯৫৬)। বি. এফ. স্কীনার ও অন্যান্য আধুনিক আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের কর্মপ্রসূত আচরণের ফলাফল, পুরস্কার অথবা শাস্তি আজও ভবিষ্যত আচরণ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন জন বি. ওয়াটসন (John B. Watson)। জনস হপকিন্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর ওয়াটসন প্যাভলভ ও থর্নডাইকের কর্মের দ্বারা উদ্দীপিত হন। তিনি ১৯১৩ সালে আচরণবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। একই সালে তিনি æPsychology as the Behaviourist Views It" নামে একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করে। ঐ সময় মানসিক প্রক্রিয়া অনুধ্যানের প্রধান পদ্ধতি ছিল অন্তর্দর্শন। ওয়াটসনের কথা হল মনোবিজ্ঞান থেকে চেতনা অনুধ্যান ও অন্তর্দর্শন পদ্ধতি মুছে ফেলতে হবে। পরিবর্তে তিনি মনোবিজ্ঞানকে আচরণের অনুধ্যান এবং যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রাণী তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শিখে সে প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। ওয়াটসন বলেন যে, মনোবিজ্ঞানিগণ পরীক্ষণাগারে বিভিন্ন পরিবেশ তৈরি করে দেখতে পারেন যে, পারীক্ষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে। এভাবে পরিবেশগত উদ্দীপক ও পারীক্ষের প্রতিক্রিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা ও পরিমাপ করা যায়।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

ওয়াটসন অনুভব করেছিলেন যে, প্যাভলভের সাপেক্ষিত প্রতিবর্ত (conditioned reflexes) অনুধ্যান এবং থর্নডাইকের বিড়ালের শিক্ষণ উভয়ই ছিল আচরণগত পদ্ধতির বিরাট সাফল্য। উভয় বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে, সতর্কতার সাথে পরিবেশগত উদ্দীপক নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্ধন করা সম্ভব। আচরণবাদ এমন একটি পদ্ধতি দিয়েছে যা বিজ্ঞানসম্মত মনোবিজ্ঞানের পথ উন্মোচন করেছে। পরবর্তী বছরগুলোতে মনোবিজ্ঞানিগণ আচরণবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। এসময় সাপেক্ষণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানী শিক্ষণের অনেক মতবাদ তৈরি করেন এবং অন্যরা শিক্ষায়, শিশু বিকাশে, সমাজ মনোবিজ্ঞানে এবং মানসিক রোগ সম্পর্কিত সমস্যায় আচরণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

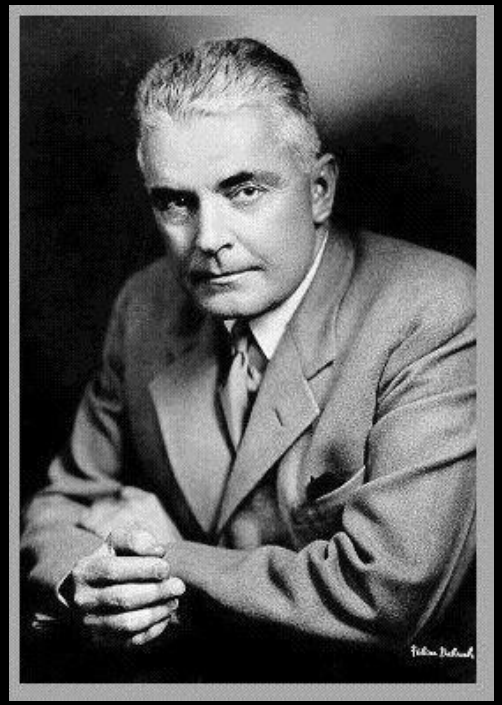

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

অন্তর্দর্শনবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে যেমন আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি মনঃসমীক্ষণ ও আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে পরবর্তী কয়েক দশকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে। এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে তাত্ত্বিক সৌন্দর্য এবং চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা ক্ষমতা, কিন্তু এতে ব্যক্তির কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া অথবা সুপ্ত তাড়নার জন্য ব্যক্তিকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু সমগ্র ব্যক্তিটিকে— তার সকল অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, চাহিদা, সমস্যা— এসকল বিষয় বিবেচনায় আনা হয়নি। এর প্রেক্ষাপটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সমগ্র ব্যক্তির উপর জোর দিয়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি 'তৃতীয় শক্তি' জন্ম লাভ করে, যার নাম মানবিক মনোবিজ্ঞান (Humanistic Psychology)।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

মানবিক মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ধারণা হল সম্ভবত আত্মোপলব্ধির চাহিদা (need for self actualization)। অনেক প্রেষণা আচরণকে প্রভাবিত করে, মানবিক মনোবিজ্ঞানীরা তাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা (full potetial) বিকাশের জন্য অন্তর্নিহিত চাহিদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানবিক মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রধান ধারণা হল স্বাধীনতা। আচরণগত মনোবিজ্ঞানী অনুযায়ী, বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা ব্যক্তির কার্যকলাপ নির্ধারিত হয়। মনঃসমীক্ষণে, জনগণ অবচেতন ও অভ্যন্তরীণ তাড়না দ্বারা চালিত হয়। মানবিক মনোবিজ্ঞান এই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নির্ধারকের গুরুত্বকে বাতিল করে দিয়েছে। বরং এঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ব্যক্তি যদি পছন্দমত কাজ করতে পারে এবং যদি সমাজ তাদেরকে অধিক স্বাধীনতা দেয়, তাহলে তারা সক্ষমভাবে এবং খুশির সাথে তাদের নিজেদের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং তাদেরকে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে। মানবিক মনোবিজ্ঞান আরও মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা অন্তর্নিহিত ভাল দিক রয়েছে।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি

মানবিক মনোবিজ্ঞানে দুজন ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- একজন হলেন আব্রাহাম মাস্‌লো (Abraham Maslow) এবং অন্যজন কার্ল রজার্স (Carl Rogers)। মাস্‌লো তাঁর প্রেষণার বোধগম্য পর্যায়ক্রমিক মতবাদ (Comprehensive hierarchical theory of motivation)-এর জন্য বিখ্যাত। তাঁর এই ক্রমপর্যায়ের সর্ব নিম্নস্তরে আছে শারীরবৃত্তীয় তাগিদসমূহ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে আত্মোপলব্ধি। মাস্‌লোর মতে, নিম্নতর পর্যায়ের তাগিদগুলো পূরণ না হলে উচ্চতর পর্যায়ের তাগিদগুলো মানুষের জীবনে উপস্থিত হয় না (Maslow, ১৯৫৪)। ব্যক্তিরা কিভাবে তাদের নিজেদের মত হতে পারে এবং তারা কিভাবে সাহায্যকারী ও গঠনমূলকভাবে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এ ব্যাপারে রজার্স (১৯৬১) ব্যাপকভাবে লিখেছেন। কার্ল রজার্স-এর চিকিৎসা পদ্ধতি মক্কেল কেন্দ্রিক চিকিৎসা (Client-centered therapy) নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় রোগীর উপর চিকিৎসকের মতামত চাপিয়ে না দিয়ে বরং তাকে তার সমস্যাগুলো অনুভব করতে এবং তার সম্ভাব্য সমাধানে পৌছতে সাহায্য করা হয়।

জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি

জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারা। জ্ঞান বা Cognition হল একটি ব্যাপক শব্দ যার অর্থ হল আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কিত তথ্যের রূপান্তর বা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া। আচরণবাদী কর্তৃক মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা থেকে মানসিক জীবন ও চেতনাকে বাদ দেওয়ার প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। এ দৃষ্টিভঙ্গির মূল নিহিত রয়েছে উল্ভের অন্তর্দর্শনবাদে এবং আরও পূর্বে, এরিস্টটলের কল্পনা (Image) ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রাচীন লেখায়। জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানীরা জানতে চান, আমরা যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করি তা কিভাবে আমরা সংগঠিত করি, মনে রাখি এবং বোঝাতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, পৃষ্ঠার উপর ছোট ছোট কালির রেখা দিয়ে কি ভাবে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করা যায়? বন্ধু কর্তৃক সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গকে ভাষান্তরিত (translate) করে কিভাবে কথোপকথনের বাক্যগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয়?

জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানিগণ মানুষকে তথ্যের চরম সক্রিয় প্রক্রিয়াজাতকারক হিসেবে দেখে থাকেন। জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানী আল্‌রিক নিসার (Ulric Neisser, ১৯৬৭) বলেন যে, আমরা বাস্তব সম্বন্ধে যা কিছু জানি তা জটিল নিয়ম অনুসারে চলছে যা সংবেদী তথ্যকে ব্যাখ্যা করে এবং পুনর্ব্যাখ্যা করে। জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল এই ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার সাথে জড়িত মানসিক প্রক্রিয়াসমূহকে সুনির্দিষ্ট করা। কিভাবে মানুষ চিন্তার পরিচিত পথ অতিক্রম করে এবং সমস্যার সৃজনশীল সমাধান আবিষ্কার করে তা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত।

বলে?

সিলেট বোর্ড

ক

খ প্রমাণ

✓ সাধারণীকরণ

ঘ প্রয়োগশীলতা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক - ০৫

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

সময়ের পরিবর্তন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে উন্মোচিত হয়েছে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক— প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র। তাইতো সৃষ্টি হয়েছে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার। মনোবিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলি হল :

১. সাধারণ মনোবিজ্ঞান
২. পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান
৩. চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান
৪. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
৫. শিল্প মনোবিজ্ঞান
৬. কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান
৭. বিকাশ মনোবিজ্ঞান
৮. শিশু মনোবিজ্ঞান
৯. সমাজ মনোবিজ্ঞান
১০. শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান
১১. নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান
১২. প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান
১৩. অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান
১৪. পরিসংখ্যানমূলক মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

সাধারণ মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়সমূহই মূলত সাধারণ মনোবিজ্ঞানের মূল উপজীব্য বিষয়। সাধারণ মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যা আলোচনা করে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে। তাই সাধারণ মনোবিজ্ঞানকে সকল শাখার সম্মিলিত রূপ বা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কেন্দ্র বলা যেতে পারে। আচরণ ও মানসিক কার্যাবলি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলি যেমন প্রেষণা, শিক্ষণ, স্মৃতি, বিস্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চিন্তন, আবেগ প্রভৃতি সাধারণ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ ও তাদের উপযোগিতা, বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক মূল্যায়ন, আচরণের জৈবিক ভিত্তি প্রভৃতিও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচির আওতাভুক্ত। মোটকথা, মনোবিজ্ঞানের সকল শাখার সাধারণ বিষয়গুলির প্রাথমিক আলোচনা নিয়েই সাধারণ মনোবিজ্ঞান গঠিত।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা। পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের কারণেই মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণ পাত্রের উপর উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবের আচরণের মৌলিক কারণ পরীক্ষণের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হয়। আচরণ সম্পর্কিত প্রায় সকল তত্ত্বই পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

পরীক্ষণ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি অন্যান্য বিষয়ে ব্যবহৃত হলেও পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু রয়েছে। এ শাখার প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় হল সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ, প্রেষণা, আচরণের জৈবিক ভিত্তি, স্মৃতি, বিস্মৃতি প্রভৃতির অন্তরালে ক্রিয়াশীল উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সর্বজনীন যোগসূত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বিভিন্ন ধারা, পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করা। পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের অশেষ অবদানের ফলেই মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বলা যায়, ১৮৭৯ সালে উইলহেম উন্ড কর্তৃক জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

মানসিক রোগের চিকিৎসার ইতিহাস বেশ পুরাতন। প্রাচীনকালে মানসিক রোগীকে স্বাভাবিক মানুষ থেকে আলাদাভাবে দেখা হত। মনে করা হত তাদের উপর ডাইনী বা অশরীরী শক্তি বা অপদেবতা ভর করেছে। বর্তমানে ঐ সকল প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান।

অস্বভাবী আচরণের গতি-প্রকৃতি ও তার ব্যাখ্যা, মানসিক রোগের লক্ষণ, কারণ ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়। চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী প্রথমে রোগের লক্ষণ চিহ্নিত করে তার কারণ অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন। তারপর রোগীর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগ করে থাকেন।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞনিগণ বিভিন্ন হাসপাতাল বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এরা সাধারণত মানসিক হাসপাতালে, স্কুলে, কমিউনিটি ক্লিনিকে, সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানে, বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওতে, মানসিক প্রতিবন্ধী ইনস্টিটিশন, মাদক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতিতে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানিরা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করেন :

১. বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগ করে রোগের মূল্যায়ন করেন,
২. যারা মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন,
৩. রোগীদের পরামর্শ প্রদান করেন।
৪. অনেক সময় শিক্ষণের জন্য অনুকূল মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করেন,
৫. গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন,
৬. প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করেন এবং
৭. নির্দেশনা ও উপদেশনা প্রদান করেন।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানিরা মানসিক ও আচরণগত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মানসিক রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও তারা করে থাকেন।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মানুষের শিক্ষা সংক্রান্ত আচরণের বিজ্ঞানই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় মানুষের শিক্ষা সম্পর্কিত আচরণের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং এগুলির সমাধানে মনোবিজ্ঞানের মূল নীতিসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত মানুষের সব ধরনের আচরণই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অনুধ্যানের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে :

১. শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক ও সুষম বিকাশ সাধনে সহায়তা করা,
২. শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা,
৩. শিক্ষার কার্যকরী পদ্ধতি অনুসন্ধান, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা,
৪. শিক্ষার্থী আচরণ, মানসিক প্রতিক্রিয়া ও জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা,
৫. শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা,
৬. শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক বিকাশমূলক প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা ও
৭. শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি তার আচরণের উপর শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন করা।

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষণ হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়। তাই শিক্ষণের গতি-প্রকৃতি, ধরন, কলা-কৌশল, শর্তাবলি, উপকরণ, শিক্ষণে পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাব, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যাবলি, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচির অন্তর্গত।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

শিক্ষা ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলিত শাখা হল শিল্প মনোবিজ্ঞান। শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্প মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। শিল্প কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ, কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত লোক নির্বাচন, তাদের প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও মূল্যায়ন প্রভৃতি শিল্প মনোবিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কর্মচারীদের দক্ষতা, মনোবল ও কর্মসন্তুষ্টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই কর্মচারীর দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি এবং কর্মে সন্তুষ্টি বিধান শিল্প মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানেই কর্মী ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণগত সমস্যা এবং নির্দিষ্ট কর্মীদের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রায়শ মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সকল মনোবিজ্ঞানী নির্দিষ্ট কর্মীদের তত্ত্বাবধানে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মীদের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং তাদের কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে কাজ করেন তাদেরকে পার্সোনেল মনোবিজ্ঞানী (Personnel Psychologists) বলা হয়। কর্মচারীদের মান উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন, কর্মচারীদের দক্ষতার উৎকর্ষের জন্য সঠিক কাজে সঠিক ব্যক্তিদের নির্বাচন করার কলাকৌশল উদ্ভাবন, কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশল উন্নয়ন প্রভৃতি শিল্প মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ক্রেতা সাধারণের মতামত, মনোভাব, প্রেষণা ইত্যাদি জরিপ করে পণ্য উৎপন্ন করলে তা সহজেই বাজারজাত করা যাবে। কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য কর্মের উপযুক্ত মানসিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিল্পে দুর্ঘটনা হ্রাস করা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করা, কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আগ্রহ সৃষ্টি করা শিল্প মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান

কাউন্সেলিং শব্দটি এসেছে Counsel থেকে যার আভিধানিক অর্থ হল উপদেশ প্রদান বা পরামর্শ দান করা। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে কাউন্সেলিংকে একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। কাউন্সেলিং হল এমন ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া যেখানে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের একজন কাউন্সেলর অন্যজন ক্লায়েন্ট এবং এটিকে পেশাগতভাবে দেখা ও ক্লায়েন্টের আচরণ পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। কাউন্সেলিং এমন একটি সম্পর্কমূলক প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি তার সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে পারে না এবং একজন পেশাজীবী কর্মী তার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে (Hann এবং Maclean)।

কাউন্সেলর ও ক্লায়েন্টের অভিন্ন লক্ষ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার উপরই কাউন্সেলিং এর সফলতা নির্ভর করে। কাউন্সেলিং এর লক্ষ্য হচ্ছে—আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা, আত্মরক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পর্ক উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করা, ক্লায়েন্টের ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা ইত্যাদি।

এটি একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া যা স্বাভাবিক ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কাউন্সেলরগণ কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞানে তিনটি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। যথা-

(১) প্রতিকারমূলক ভূমিকা : কাউন্সেলর এখানে একজন ব্যক্তি বা একটি দলের সমস্যা নিরূপণ করে তা সমাধানে সাহায্য করেন।

(২) নিবৃত্তমূলক ভূমিকা : কোন সমস্যা সৃষ্টির পূর্বেই তা নিরসন করা।

(৩) শিক্ষা ও বিকাশমূলক ভূমিকা : ব্যক্তিকে চিন্তা করতে, কোন কিছু অর্জন করতে ও অর্জিত ইতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ কাজে লাগাতে সাহায্য করাই হল শিক্ষা ও বিকাশমূলক ভূমিকার উদ্দেশ্য।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিকাশ মনোবিজ্ঞান

বিকাশ মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যে শাখায় ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সেই সকল পরিবর্তনের পার্থক্য পর্যালোচনা করা হয়। মনোবিজ্ঞানের এ শাখা শুধু বয়স অনুযায়ী আচরণের বিবরণ প্রদান করে তা নয়, এটি বিভিন্ন বয়সে ব্যক্তিভেদে আচরণে যে পার্থক্য দেখা দেয় তার অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। গর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে বিকাশ শুরু হয় এবং জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের আচরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। আচরণের এই পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ বয়সে দ্রুত ঘটে, আবার অন্যান্য বয়সে পরিবর্তনের গতি মন্থর হয়। আর এরই ফলে দেখা যায় মানব আচরণের বৈচিত্রতা। বিকাশ মনোবিজ্ঞানে গর্ভাবস্থা, আঁতুড়কাল, শৈশবকাল, বাল্যকাল, বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য—প্রভৃতি প্রতিটি পর্যায়ে বিকাশ ও বৃদ্ধির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

শিশু মনোবিজ্ঞান

শিশু মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র শাখা। শিশু মনোবিজ্ঞান শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের জন্ম মুহূর্ত থেকে শুরু করে যৌন পরিপক্বতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত শিশু মনোবিজ্ঞানের বিস্তৃতি। অর্থাৎ গর্ভাবস্থা, আঁতুড়কাল, শৈশবকাল, বাল্যকাল, বয়ঃসন্ধিকাল শিশু মনোবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়ের আওতাভুক্ত।

বয়স বাড়ার সাথে শিশুর যে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে এবং এই শারীরিক বৃদ্ধির ফলে তার আচরণে যে পরিবর্তন ঘটে তা শিশু মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। শিশুর সামাজিক পরিবেশ বিশেষ করে তার পরিবার, খেলার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নৈতিক বিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনাই শিশু মনোবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

সমাজ মনোবিজ্ঞান

মানুষ সামাজিক জীব। তাকে সমাজে বসবাস করার উপযোগী আচরণ করতে হয়। মানুষের সামাজিক আচরণই সমাজ মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। সমাজে বাস করার সময় একের সাথে অন্যের ভাব বিনিময় হয়, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। কি প্রক্রিয়ায় শিশুর সমাজীকরণ ঘটে, সমাজীকরণের মাধ্যমগুলি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে মনোভাব গড়ে উঠে, মনোভাব কিভাবে পরিবর্তিত হয়, গুজব কিভাবে এবং কেন ছড়ায়, জনমত কিভাবে গঠিত হয় এবং কিভাবে পরিমাপ করা যায়, সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে, পূর্ব সংস্কার, অপরাধ এবং অপরাধ দমনের উপায় প্রভৃতি সমাজ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে দলের এবং দলের সাথে দলের কি সম্পর্ক তা নির্ণয়ের চেষ্টা করে থাকেন। সমাজ মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির আচরণ পর্যালোচনা করলেও ব্যক্তিকে সমাজের অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। এখানে ব্যক্তি ও তার পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে তার আচরণ ও মানসিকতা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হলে, সামাজিক মানুষের জীবনকে উন্নত করতে হলে এবং মানুষের মধ্যে উদার মনোভাব গড়ে তুলতে হলে সমাজ মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান

উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়া জীবের বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়ার প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। আর আচরণের মূলে রয়েছে শারীরিক ভিত্তি। কোন আচরণের মূলে কোন্ শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়িত বা কোন্ শারীরবৃত্তীয় ঘটনার সাথে কোন্ আচরণ জড়িত তা শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। পরিবেশের সাথে সুষ্ঠু সংগতিবিধান শরীরাভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যাবলির উপর নির্ভর করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় ঘটনার দ্বারা আচরণ ও মানসিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। মনোবিজ্ঞানকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার মূলে রয়েছে শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলি। স্নায়ুতন্ত্র, জৈব-রাসায়নিক ঘটনাবলি, শারীরিক গড়ন প্রভৃতি আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াকে খুবই প্রভাবিত করে সে সকল বিষয়ই শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান অনুধ্যান করে।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হয়। সঠিকভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করতে না পারলে দেখা দেয় হতাশা। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। এমনিতর মৃদু আচরণ সমস্যার সমাধানের নিমিত্তে গড়ে উঠেছে নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান। Guidance এর অর্থ হল নির্দেশনা। নির্দেশনা হল একটি সেবামূলক প্রক্রিয়া। জীবনধারণের জন্য যে সকল বিষয়গুলো প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে নির্দেশনা গভীরভাবে সম্পর্কিত। কোন একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে অগ্রসর হলে সাফল্য লাভ করতে পারবে তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সকল ব্যক্তিরই তার নিজস্ব জীবনের চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। এ ব্যাপারে নিজস্ব ক্ষমতা ও দক্ষতাসমূহকে উন্নত করতে হবে। জীবনযাপন সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা অর্জন করতে হয়। আর সে জন্যই নির্দেশনা অতীব জরুরি। মৃদু আচরণজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি যখন কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে নির্দেশনা মনোবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সময়ে যে উপাদানের প্রয়োজন নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান তার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে ব্যক্তির আত্মোন্নয়নে সাহায্য করে। ছাত্র জীবনের পাঠক্রম নির্বাচন সমস্যা ও অকৃতকার্যতা, চাকুরিগত সমস্যা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব ও কলহ, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, অবসর গ্রহণজনিত সমস্যা— প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্দেশনা মনোবিজ্ঞানী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের আর একটি ফলিত শাখা হল প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান। এ শাখাটি মানব প্রকৌশল (Human Engineering) নামেও পরিচিত। এ শাখার বিকাশ ঘটেছে, বলতে গেলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হতে। প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান হল মূলত মনোবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিজ্ঞানের সমন্বিত কর্মক্ষেত্র। এর লক্ষ্য হল যন্ত্রকে মানুষের উপযোগী করে তৈরি করা। অর্থাৎ যন্ত্র পরিকল্পনা এবং ঐ যন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যক্তি বিশেষের উপযোগিতাই হল এ শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয়। যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়নে মনোবিজ্ঞানিগণ তাদের মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করেন। প্রকৌশল মনোবিজ্ঞানীর লক্ষ্যই হল ডিজাইনের পরিবর্তন করে জটিল যন্ত্রপাতিকে সহজ করে তৈরি করা এবং তা মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান

অস্বভাবী-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Abnormal। Ab (অর্থ হল away) এবং Normal (অর্থ হল স্বাভাবিক) এই দুটি শব্দ থেকে Abnormal শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। আভিধানিক অর্থে Abnormal শব্দটির অর্থ হল স্বভাব-বহির্ভূত বা অস্বভাবী। তাই স্বভাব-বহির্ভূত বা অস্বভাবী আচরণই অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়।

অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান মানুষের অস্বভাবী আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্ণনা করা হয় এবং কোন বিশেষ নীতির উপর ভিত্তি করে এ সকল আচরণকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। কি কারণে অস্বভাবী আচরণের উদ্ভব ঘটে এবং অস্বভাবী আচরণের শারীরবৃত্তীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং উপযুক্ত অভীক্ষার সাহায্যে অস্বভাবিক আচরণ শনাক্ত করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত কার্য। অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের মূল কাজ হল অস্বভাবী আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তার কারণ নির্ণয় করা এবং সবশেষে অস্বভাবী আচরণের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে এবং এজন্য মনোবিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্র ও পেশার মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বা শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত (Stapp এবং Fulcher, ১৯৮১; Howard et al., ১৯৮৬)।

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানিগণ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কোন্ পেশায় কতজন কর্মরত রয়েছেন তার উপর Stapp, Tucker এবং VandenBos (১৯৮৫) এক গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল নিম্নের ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হল :

ছক : মনোবিজ্ঞান কর্মপরিবেশ ও শাখাসমূহ
(Stapp, Tucker এবং VandenBos, ১৯৮৫)

বিষয়	শতকরা
I. শাখা	
১. চিকিৎসা ও নির্দেশনা	৫১·১
২. স্কুল/শিক্ষা	১৯·৪
৩. পরীক্ষণমূলক	৬·৭
৪. বিকাশমূলক, সামাজিক এবং ব্যক্তিত্ব	৬·৭
৫. পরিমাপন	১·৯
৬. শিল্প/সাংগঠনিক	৫·৭
৭. অন্যান্য	৮·৫
	১০০·০
II. কর্মপরিবেশ	
১. কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়	২৬·৭
২. প্রাইভেট প্র্যাক্টিস	১৭·৫
৩. চিকিৎসামূলক ও নির্দেশনা কেন্দ্র	১৬·০
৪. স্কুল এবং শিক্ষা	১৪·৯
৫. ব্যবসা এবং সরকারি	১২·২
৬. হাসপাতাল	৮·৯
৭. মেডিকেল স্কুল	২·৬
৮. নির্দিষ্ট নয়	১·২
	১০০·০

উৎস : বাসকিস্ট এবং জারবিং (১৯৯০)

বোর্ড প্রশ্ন

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় কবে?

ক ১৮২০ সালে

খ ১৮৪৭ সালে

✓ ১৮৭৯ সালে

ঘ ১৯০০ সালে

বোর্ড প্রশ্ন

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করেন কে?

ক কার্ল রজার্স
✓ উইলহেম উন্ড
গ প্যাভ্
ঘ মাসলো

বোর্ড প্রশ্ন

অস্বভাবী এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক Simple

খ Difficult

গ Normal

✓ Abnormal

বোর্ড প্রশ্ন

কোনো বিষয় বিজ্ঞান তা কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

- ✓ ৪টি
- খ ৫টি
- গ ৬টি
- ঘ ৭টি

কোনটি জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান?

বোর্ড প্রশ্ন

ক জীববিজ্ঞান

✓ মনোবিজ্ঞান

গ নৃ-বিজ্ঞান

ঘ চিকিৎসাবিজ্ঞান

নিচের কোনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নীতি নয়?

বোর্ড প্রশ্ন

ক নিয়ন্ত্রণ

খ পুনরাবৃত্তি

✓ নিয়ম বহির্ভূত

ঘ যথার্থতা প্রমাণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

রবিন এ বছর বুয়েট ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছে। কোথায় ভর্তি হবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। পরিশেষে একজন মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শে সে ভর্তি হলো। রাকিব সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারী সুসম্পর্ক বজায় থাকলেও প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে তাঁর পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির এস. এস. সি পরীক্ষার ফল আগের মতো ভালো হচ্ছে না।

ক. মনোবিজ্ঞান কোন ধরনের বিজ্ঞান?
খ. চিন্তনকে মানসিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে, বর্ণিত রবিনের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞানের শাখাটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রাকিব এবং তার বাবার বিষয়গুলো মনোবিজ্ঞানের একাধিক শাখায় আলোচিত হয়- বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন

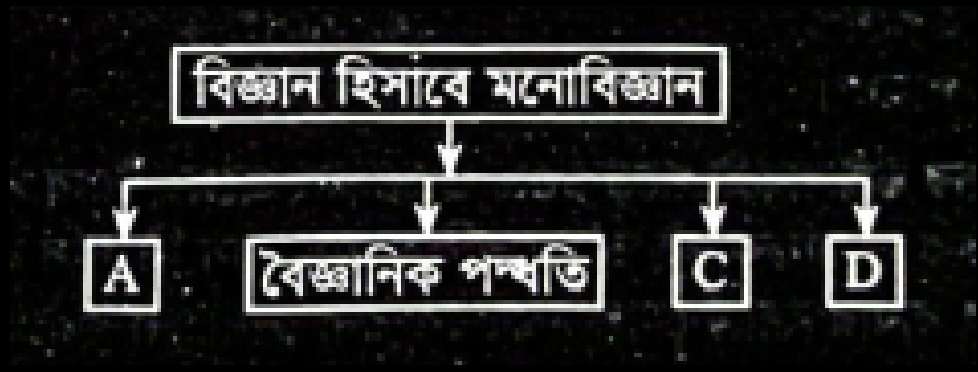

ক.পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের জনক কে?

খ. সামগ্রিক আচরণ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত 'A' চিহ্নিত স্থানটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত 'C' ও 'D' চিহ্নিত স্থান দু'টির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

টপিক - ০৬

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

This Topic is important for

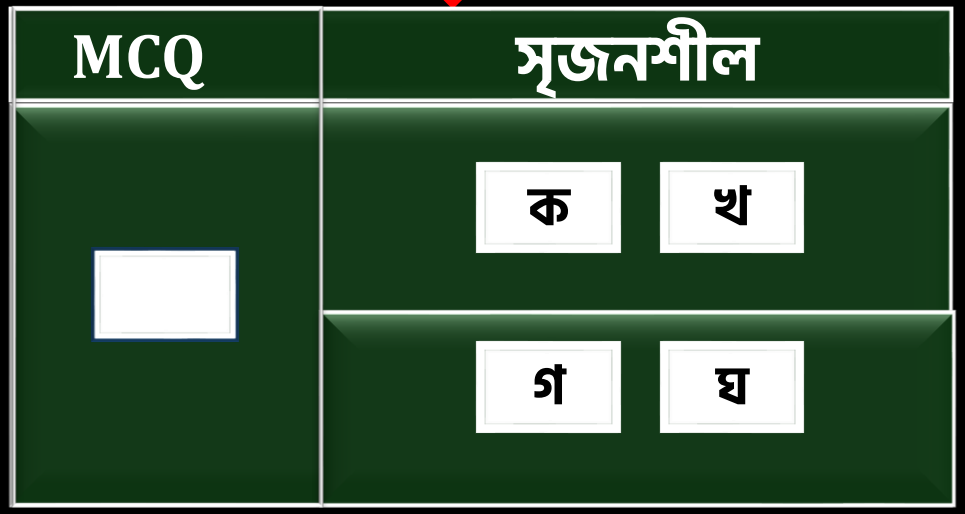

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞান হলো মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান। জীবের আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হিসেবে আরও কয়েকটি বিজ্ঞানের শাখা রয়েছে, যেমন-শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজকর্ম বা সমাজকল্যাণ প্রভৃতি। এসব শাখার সাথে মনোবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান

মনোবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ ও মানসিক বিকৃতির কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়েই চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান গঠিত। অস্বাভাবিক আচরণ বলতে আমরা এমন সব প্রতিক্রিয়া বোঝাতে চাই যা মানুষের হতাশাব্যঞ্জক, আশঙ্কাগ্রস্ত, নৈরাজ্যপূর্ণ, অসুখী প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শারীরিক এবং মানসিক রোগের উদ্ভব ও কারণ নির্ণয় এবং তার ব্যাখ্যার পাশাপাশি মূল্যায়ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞান হলো সেই বিজ্ঞান যা আচরণ এবং এর অন্তরালে নিহিত শারীরবৃত্তীয় ও জ্ঞানগত প্রক্রিয়াসমূহ অনুধ্যান করে এবং এটি হলো সেই পেশা যা বাস্তব সমস্যায় এ বিজ্ঞানের সঞ্চিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে। মনোবিজ্ঞানীর জ্ঞান ও নীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীও মানসিক রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। ব্যক্তির মানসিক রোগ ও মূল্যায়ন ও প্রতিকারে মনোবিজ্ঞানীর জ্ঞান চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীও ব্যবহার করতে পারেন।

মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ়। নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, কৃষ্টির প্রভাব, বিভিন্ন গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের গবেষণা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। একজন নৃ-বিজ্ঞানী কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর আচরণের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতিনীতি, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করা—এক কথায় তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি আলোচনা করে। আর মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের বিশ্লেষণে ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেয়। নৃ-বিজ্ঞানী প্রাচীন জনগোষ্ঠীর কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কাঠামো আলোচনা করে এবং বিশেষ সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়। মানুষের আচরণ বুঝতে হলে তার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। আবার কৃষ্টি ও সভ্যতাকে জানতে হলে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মনোভাবও জানা দরকার। এভাবে মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান সম্পর্কযুক্ত।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজের বিজ্ঞানই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানে মানবসমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্কের ধরন ও শ্রেণিবিভাগ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, সামাজিক পরিবর্তনের মৌলিক দিকগুলো এবং সমাজজীবনকে পরিচালনাকারী বিভিন্ন সামাজিক সূত্র আলোচনা করে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক অপরাধ, পরিবারের বিকাশ ও তার কাঠামোগত পরিবর্তন, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধবিগ্রহ, জাতিগত দ্বন্দ্ব—এগুলো সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

ব্যক্তির জন্য যে সমাজ সেটি সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়। আর মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয় হলো সমাজের জন্য যে ব্যক্তি। সমাজবিজ্ঞান সমাজকে নিয়ে আর মনোবিজ্ঞান সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ে আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম ও সমাজকল্যান

বর্তমানকালে সমাজকর্ম বা সমাজকল্যাণ নামে আর একটি বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি বা পেশাগত মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বে সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম স্বীকৃত। পেশাদার সমাজকর্মিগণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, কৌশল মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে থাকেন। সমাজসেবায় নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হলো-সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, গতিশীল ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ, সমাজসেবা কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার, যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্ম বা সমাজকল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পেশাদার সমাজকর্মী ব্যক্তি বা জনসমষ্টিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষাদানের সময় ব্যক্তি বা জনসমষ্টিকে যখন শিক্ষা দেন তখন মনোবিজ্ঞানের আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞানগুলো প্রয়োগ করেন। সমাজকর্মীগণ ব্যক্তি বা সমষ্টি উন্নয়নে তাদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানের প্রেষণা, শিক্ষণ, মনোভাব ইত্যাদির সাধারণ সূত্রগুলো ব্যবহার করে থাকেন।

মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন ধরনের সরকার বা সরকারি সংগঠনের কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি প্রভৃতি মানুষের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ, সমাজজীবনে তার আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যবসায়ের নিয়মকানুন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এসব শাখাও সাধারণত মানব আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের সব ধরনের আচরণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে এবং তার বিশ্লেষণে সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করে। কাজেই এসব বিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে বেশ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষাদানের বিভিন্ন কলাকৌশল, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সাথে শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সম্পর্কাএসব বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা সম্পর্কিত বিজ্ঞানই হচ্ছে শিক্ষাবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার মৌলিক জ্ঞানকে শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রয়োগ ও ব্যবহার করে থাকে। আবার শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাদান, পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের পাঠে সহায়ক। মনোবিজ্ঞানের শিক্ষণ প্রক্রিয়া, স্মৃতি-বিস্মৃতি, চিন্তন, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলো শিক্ষাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

টপিক- MCQ

বোর্ড প্রশ্ন

অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকে সত্যে উপনীত হওয়াকে কী বলা হয়?

ক কার্যকরী সংজ্ঞা

✓ সাধারণীকরণ

গ পৃথকীকরণ

ঘ যথার্থতা প্রমাণ

চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষকের প্রভাবমুক্ত থাকাকে কী বলে?

বোর্ড প্রশ্ন

✓ বস্তুনিষ্ঠতা

খ সাধারণীকরণ

গ পুনরাবৃত্তি

ঘ নিয়ন্ত্রণ

বোর্ড প্রশ্ন

কোনো বিষয় বিজ্ঞান তা কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কে?

- ✓ ৪টি
- খ ৫টি
- গ ৬টি
- ঘ ৭টি

কোনটি জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান?

বোর্ড প্রশ্ন

ক জীববিজ্ঞান

✓ মনোবিজ্ঞান

গ নৃ-বিজ্ঞান

ঘ চিকিৎসাবিজ্ঞান

টপিক- MCQ

মনোবিজ্ঞান কোন ধরনের বিজ্ঞান?

বোর্ড প্রশ্ন

ক সমাজ মনোবিজ্ঞান

খ আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান

গ জীববিজ্ঞান

✓ জৈব সামাজিক বিজ্ঞান

টপিক- MCQ

নিচের কোনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নীতি নয়?

বোর্ড প্রশ্ন

ক নিয়ন্ত্রণ

খ পুনরাবৃত্তি

✓ নিয়ম বহির্ভূত

ঘ যথার্থতা প্রমাণ

THANK YOU